মানুষের যে আমলে

সেজদার অয়াত পড়ে ও সেজদা করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় এবং বলে, হায় আমার কপাল মন্দ! মানুষ সেজদার আদেশ পেয়ে সেজদা করলো, তাই তার জন্য জান্নাত আর আমাকে সেজদার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল আমি তা অমান্য করেছি, তাই আমার জন্য জাহান্নাম। (সহিহ মুসলিম: ৮১)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে কোরআনে এ রকম ১৪টি আয়াত আছে যেগুলো পড়লে বা শুনলে সেজদা দেওয়া ওয়াজিব। হানাফি মাজহাবমতে সেজদার আয়াতগুলো হলো-

১. সুরা আরাফ: ২০৬। ২. সুরা রাদ: ১৫। ৩. সুরা নাহল: ৫৯। ৪. সুরা বনি ইসরাইল: ১০৯। ৫. সুরা মরিয়াম: ৫৮। ৬. সুরা হজ: ১৮। ৭. সুরা ফুরকান: ৬০। ৮. সুরা নমল: ২৬। ৯. সুরা সিজদা: ১৫। ১০. সুরা সাদ: ২৫। ১১. সুরা হা-মীম সিজদা: ৩৮। ১২. সুরা নাজম: ৬২। ১৩. সুরা আল ইনশিকাক: ২১। ১৪. সুরা আলাক: ১৯।

তেলাওয়াতে সেজদা আদায়ের নিয়ম হলো- দাঁড়িয়ে দিয়ত করে হাত ওঠানো ছাড়া আল্লাহু আকবর বলে সেজদায় যাওয়া এবং সেজদার তাসবিহগুলো তিনবার পড়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া। এভাবে তেলাওয়াতে সেজদা সম্পন্ন হবে। একাধিক সেজদা আদায় করতে চাইলে প্রতিবার সেজদা থেকে দাঁড়ানো এবং দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সেজদায় যাওয়া মুস্তাহাব। তবে না দাঁড়িয়ে বসা থেকে সেজদা করলেও আদায় হয়ে যাবে।

বিদায়ী অর্থবছর: রিটার্ন জমা

হওয়ায় কর ও রিটার্ন জমা না দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেরি হচ্ছে। এত বেশি প্রতিষ্ঠানকে করের আওতায় আনা চ্যালেঞ্জের। রাজস্ব আদায় বাড়ানোর স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়কর খাতের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩০ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ৫২ হাজার ৮২৪ দশমিক ৪৪ কোটি টাকা। কোম্পানি করদাতাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারলে সহজেই এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারতো এনবিআর। কর আদায় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে প্রতি বছরই মোটা অঙ্কের টাকা বকেয়া থাকছে। রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারছে না। সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত বকেয়া করের পরিমাণ ছিল ৫৫ হাজার ২৬১ কোটি টাকা। গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই বকেয়ার মধ্যে ১ হাজার ৯৩৯ কোটি টাকা আদায় করতে পেরেছে এনবিআর। বর্তমানে এ খাতের টাকার পরিমাণ ৫৩ হাজার ৩২১ কোটি টাকা।

এনবিআরের যুগ্ম করদাতা ইউনিটের (এসটিইউ) কর কমিশনার মো. ইকবাল বাহার বলেন, আয়করে সম্মানজনক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রয়োজন। এজন্য ব্যবসায়ীদের অবিতর্কিত করদাতা পরিশোধ করতে হবে। একেত্রে রাজস্ব নিজাণ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। আর কর ফাঁকা যাওয়া ও নথিপত্রের জটিলতার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান রিটার্ন জমা দেয় না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। জানা গেছে, বর্তমানে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ২০ শতাংশ, তালিকাবহির্ভূত কোম্পানি ২৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, তালিকাবহির্ভূত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৪০ শতাংশ, মার্চেন্ট ব্যাংক ৩৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, সিগারেট কোম্পানি ৪৫ শতাংশ, মোবাইল অপারেটর ঘণাক্রমে ৪০ ও ৪৫ শতাংশ করপোরেট কর নিজানো আছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুর মজিদ বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলোর রিটার্ন না দেওয়ার ঘটনা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে উদ্বেগজনক। প্রতিষ্ঠানগুলো সময়মতো রিটার্ন দাখিলে কেন ব্যর্থ হচ্ছে, তা নিয়ে এনবিআরের গবেষণা ও করণীয় ঠিক করা প্রয়োজন।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী মজলিসের জন্ম হয়েছিল। ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি। প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে। আহ্বায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যাপক নূরুল হক ভূইয়া।

এরপরের আলোচনা হবে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের গণপরিষদে দেওয়া বক্তব্য নিয়ে। তিনি পরিষদে ভাষা প্রশ্নটি যখন তুলেছিলেন, তখন পূর্ব বাংলার পরিষদ সদস্যরা কী ভূমিকা মেনেছিলেন, সেটাও তো লেখার বিষয় । বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়টিকে নিছক খেলো একটি বিষয় হিসেবেই তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন। এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে, সেটা হয়তো কোনো দিনই জানা যাবে না। কিন্তু নেতৃত্বের প্রশ্নটি তত দিনে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যের শিকার হয়েছে, সে কথা আমরা ধীরে ধীরে জানতে পেরেছি। কাগজপত্র ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাব, সেদিন পরিষদে দাঁড়িয়ে কী বলেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমরা দেখতে পাব, তাঁর সমর্থনে যে প্রতিক্রিয়ে পরিষদ সদস্য দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। আর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ভাষা প্রশ্নটিতে পুরোপুরি উর্দুর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে মুসলিম সমাজ ১৬০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছিল, সে কথা বলা হবে পরে।

১৯৪৮ সালে গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব বাংলার মাটিতে ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে মানুষকে একাত্ম করেছিল। সত্যের খাতিরে বলতে হয়, এ সময় আন্দোলনের হতটুকু তীব্রতা দেখা গেছে, তা মূলত ছিল শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরিষদের এই ভাষণটির মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাবধারা থেকে বাঙালির আত্মপরিচয় খোঁজার যে পথটি তৈরি হয়েছিল, সেটা পরবর্তীকালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পরিণত করার দিকনির্দেশক হিসেবে পরিণত হয়েছিল।

গণপরিষদের আলোচনার দিকে খানিকটা ফিরে যাওয়া যাক। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দুটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন: ১. গণপরিষদের অন্তত একটি অধিবেশন ঢাকায় হোক। ২. অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকেও গণ্য করা হোক। মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। খাজা নাজিমুদ্দিন বলেন, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষই উর্দুর পক্ষে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব গণপরিষদে বাতিল হয়ে যায়। দৈনিক আজাদে খাজা নাজিমুদ্দিনের কথার প্রতিবাদ করে বলা হয়, 'খাওয়াজা সাহেব কবে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের ঘণতোট গ্রহণ করেছিলেন, তাহা আমরা জানি না। আমাদের মতে, তাঁর উপরোক্ত উক্তি মোটেও সত্য নয়।' ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও মুসলিম লীগ সদস্যদের আচরণের তীব্র নিন্দা করে। ২ মার্চ ঢাবির কজলুল হক হলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে সভা হয় এবং 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। দেশে তখন রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি প্রখর গোলের পেখা পাচ্ছে।

ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু শুক্রবার

উপকমিশনার (তপবাব দক্ষিণ) মো. ইব্রাহীম খান, সাবপথ্রী নেতা ইউনিয়ার মহিবুল্লাহ, আবুল সালাম, রেজাউল করিম, মাজলানা আবুল্লাহ, মো. হারুন অর রশিদ, মো. সাহেম, হাজী মমিরুজ প্রত্যেক নয়মের জিম্মাদারবা উপস্থিত ছিলেন। জুবায়েরপন্থীদের মধ্যে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মেজবাহ উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ হক্কানি, রুহুল অমিন, আলমগীর হোসেন, জামেয়া আলী, ইঞ্জিনিয়ার আবুল মমিন প্রমুখ।

এর আগে বেলা ১টায় শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়ামে গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার মাহবুব আলম জুবায়েরপন্থীদের নিকট থেকে ইজতেমা ময়দান বুঝে নেন। দায়িত্ব বুঝে নিয়ে জিএমপি কমিশনার মাহবুব আলম সাংবাদিকদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সাদপন্থীদের মহানান বুঝিতে দিয়ে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক আবুল ফাতে মোহম্মদ সফিকুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, 'দ্বিতীয় পর্বের বিশ্ব ইজতেমার আয়োজক সাদপন্থীদের হাতে ময়দান হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রশাসন প্রথম পর্বের মতোই দ্বিতীয় পর্বের বিশ্ব ইজতেমাকে সার্বিক সহযোগিতা করবে। আর কথা যাওয়া ও নথিপত্রের জটিলতার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান রিটার্ন জমা দেয় না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। জানা গেছে, বর্তমানে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ২০ শতাংশ, তালিকাবহির্ভূত কোম্পানি ২৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, তালিকাবহির্ভূত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৪০ শতাংশ, মার্চেন্ট ব্যাংক ৩৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, সিগারেট কোম্পানি ৪৫ শতাংশ, মোবাইল অপারেটর ঘণাক্রমে ৪০ ও ৪৫ শতাংশ করপোরেট কর নিজানো আছে।

উপজেলায় ভোট হবে চার ধাপে

করতে হবে। প্রজ্ঞাত্তা আগামী মার্চের মধ্যে আর কিছু বাদে প্রায় সব ৪৩টি উপজেলা নির্বাচন উপযোগী হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে শুরু হবে মাধ্যমিক (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হবে ১২ মার্চ। ১১ মার্চ থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হতে পারে। সাধারণত এসএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষা এবং রমজান মাসে নির্বাচন হয় না। অন্যদিকে মে-জুন থেকে শুরু হবে বর্ষাকাল। সব মিলিয়ে আগামী মে মাসে ধাপে ধাপে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্বে থাকা সংস্থাটি।

২০১৯ সালে পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছরের মার্চ থেকে শুরু হয়ে পাঁচ ধাপে ৪৫৫টি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন শেষ হয়েছিল জুনে। এর মধ্যে মার্চেই চারটি ধাপের ভোট হয়েছিল। উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ভোট হয় দলীয় প্রতীকে। বিএনপি ওই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তলা ঝর। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও এবার দলীয়ভাবে প্রার্থী না দেওয়ার কথা ভাবছে। এটি হলে এবারের নির্বাচন হবে মূলত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে।

সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ ব্যবহারে

প্রান্তিক কৃষকে দোকান, শপিং মল, পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে অতিরিক্ত বাতি ব্যবহারে বিরত থাকা। বেআইনিভাবে ইজিবাইক ও মোটর চালিত রিকশার ব্যাটারি চার্জিং থেকে বিরত থাকা। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভরটা অ্যান্ড ফ্রাই পদ্ধতিতে বেচ কাজ সম্পাদন করা এবং সর্বোপরি বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া।

প্রজ্ঞাত্তা বিদ্যুৎ সেবা পেতে যে কোনো অভিযোগ বা তথ্যের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের হট লাইন নম্বরে (১৬১৬৯) যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ২৪০

সবাইকে আতঙ্কিত না হয়ে সজাগ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা জানায়, সীমান্তে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহী আরাকান আর্মির মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। এরইমধ্যে সীমান্ত লাগোয়া লেপটির সরকারি বাহিনীর অস্ত্রঙ্গ রাইট অ্যাপ দখলে নিয়েছেন বিদ্রোহীরা। বর্তমানে ডেকুনিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্প দখলে নিতে উভয় পক্ষের লড়াই চলছে। তাদের এ সংঘাতে ব্যবহার করা গুলি ও মর্টার শেলের খোলা সীমান্ত অতিক্রম করে এসে পড়ছে বাংলাদেশের ঘুমধুম এলাকার বিভিন্ন লোকালয়ে।

সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলাদেশি নাগরিক নুরুমা নিহত ও আহত হয়েছে অন্তত তিনজন। বিদ্রাহীদের কাছে টিকতে না পেরে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (গিজিপি) ১১৩ সদস্য। এ অবস্থায় সীমান্তে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তে আশ্রয় দিতে উত্তর ঘুমধুম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সোমবার রাত থেকে ঘুমধুমের কোনাকাপ্তারা, জলপাইতলি ও তাজাবনিয়া এলাকার বাসিন্দাদের ওই আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিকে মিয়ানমার থেকে ছোড়া গোলায় নাইক্ষ্যংছড়িতে সৈয়দ আলম (৩৮) নামের আরও এক বাংলাদেশি যুবক আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের পশ্চিমকূল পাহাড়পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সৈয়দ আলম এই এলাকার কাদের হোসেনের ছেলে।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বার আমোয়ার হোসেন বলেন, গত রাত থেকে উত্তর ঘুমধুম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয়দের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। আহতের বিষয়টি শুনেছি। বিস্তারিত পরে জানা যাবে।

রোজার আগেই খেজুরের

করোনার পর বিশ্বজোড়ে, যুটপাতে ভেজাবে খেজুর বিক্রি হয়েছিল তা-ও এখন চোখে পড়ে না। কারণ হিসেবে দোকানিরা বলছেন, দাম বেশি হওয়ায় ক্রেতারা কম কিনছেন। কেন সুপারশপ, বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, পাইকারি দোকান ও অত্রতে ভালো মানের খেজুরের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।

খেজুরের দাম বাড়া নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিলেও বিক্রেতারা বলছে গাইডলাই বাজারে দাম বেশি রাখায় তাদেরকে দাম বেশি রাখতে হচ্ছে। অন্যদিকে গাইডলাইন বলছে আমদানি ডলারের দাম বেড়ে যাওয়া ও এলসি জটিলতায় বেড়েছে খেজুরের দাম।

রপ্তানি আয়ে রেকর্ড, ইতিবাচক

হয়েছিল গত ডিসেম্বরে, তখন মোট রপ্তানি আয় হয়েছিল ৫৩৬ কোটি ৫২ লাখ ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছিল। ওই সময় প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬.৬৭ শতাংশ। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ হাজার ২০০ কোটি ডলার।

ইপিবির তথ্য বলছে, রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হলেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৩ হাজার ৩২৬ কোটি ডলার। এই আয় গত অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসের তুলনায় ২.৫২ শতাংশ বেশি। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭.৯৮ শতাংশ কম। অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে রপ্তানির লক্ষ্য ঠিক করা ছিল ৩ হাজার ৫৮৭ কোটি ডলার।

ইপিবির প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে তৈরি পোশাক ছাড়া অধিকাংশ পণ্যের রপ্তানি কমেছে। এর মধ্যে রয়েছে হিমাতিত খাদ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশল পণ্য ইত্যাদি।

ইয়েমেন উপকূলে ফের

ইসরাঞ্জেলগামী যে কোনো জাহাজে হামলা শুরু করে ইয়েমেনের হুথি। তাদের দাবি গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এ হামলা অব্যাহত থাকবে। তবে হুথিদের এই হামলার জবাবে ইয়েমেনে প্রায়ই হামলা করছে মার্কিন জোট।

৩ ফেব্রুয়ারি ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহীদের অন্তত ১৩ স্থানে ৩৬টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। এর আগেও ইয়েমেনের এই গোষ্ঠীটির ওপর বেশ কয়েকবার হামলা চালায় মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট। সূত্র: আল-জাজিরা

আলুর ভালো ফলন-দামে

অধিদফতর জানিয়েছে, জেলায় এ বছর আলুর চাষ হয়েছে ৩৪ হাজার ১৫৫ হেক্টর জমিতে। আর গত বছর আলুর চাষ হয়েছিল ৩৬ হাজার ৬৫১ হেক্টর জমিতে। তবে গত বছরের তুলনায় এই বছর আলুর চাষ ১ হাজার ৬৯৬ হেক্টর কমেছে। আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১০ লাখ ২৯ হাজার ২১৩ মেট্রিক টন। রাজশাহীতে চাহিদার কয়েকগুণ আলু উৎপাদন হয়। এ কারণে যোগাবে চেমন কোনো ঘাটতি হবে শ্বা বলে জানিয়েছে কৃষি দফতর।

তানোর উপজেলার চাঁদপুর এলাকার কৃষক আক্কাস আলী জানান, তার নিজের ১০ বিঘা জমিতে ডায়মন্ড জাতের আগাম আলুর বীজ চাষ করেছেন। বিঘা প্রতি ফলন হয়েছে ৬৫ মণ। তিনি বর্তমান বাজারে ২৩ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করছেন। ফলে তার বিঘাপ্রতি লাভ পাচ্ছেন ২০-২৫ হাজার টাকা।

মাচায় টমেটো চাষে ইয়াছিনের

থেকে ৩৫ টাকায় বিক্রি করছেন। এখন পর্যন্ত তিনি জমি থেকে এক লাখ টাকার টমেটো বিক্রি করেছেন। তিনি আরও আয়ের হয়েছে অর্ধেক টমেটো। তিনি আশা করছেন, জমির বাকি টমেটো বাজার দর বাকলে ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা বিক্রি করবেন।

স্থানীয় কৃষক শরিফুল ইসলাম বলেন, ইয়াছিন জহুরের জমিতে প্রচুর টমেটোর ফলন হয়েছে। প্রতি গাছে ৬-৭ কেজি টমেটো ধরেছে। টমেটোর আকার অনেক বড়। প্রতিটি গাছ টমেটোর ভারে নুয়ে পড়েছে। বর্তমান টমেটোর যে দাম তিনি টমেটো বিক্রি করে বেশ লাভবান হচ্ছেন। সামনে বছর আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে আমিও মাচায় টমেটো চাষ করব।

টমেটো চাষি ইয়াছিন আরাফাত বলেন, এক বিঘা জমিতে মাচায় টমেটো চাষ করে করেছি। প্রায় ৫০ হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছে। ফলন অনেক ভালো হয়েছে। পুরো জমিতে ১০০-১২০ মণ টমেটো হবে। এ বছর টমেটোর দাম মোটামোটি ভালো। প্রথম দিকে ৪০-৪৫ টাকা কেজিতে টমেটো বিক্রি করেছি।

বাংলাদেশ টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই

একটি পোস্টাও দেওয়া হয়। যদিও এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠলে পরে ওই পোস্ট সরিয়ে নেয় হয়েছে।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে সব মহলে আলোচনা শুরু হলে নড়েচড়ে বসেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সোমবার রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে জিআই পণ্যের স্বীকৃতিসংক্রান্ত এক জরুরি সভা হয়। এ সময় শিল্পসচিব টাঙ্গাইলের শাড়ির জিআই নিবন্ধনের জন্য সব প্রক্রিয়া দ্রুত অনুসরণ করে আবেদন করার নির্দেশ দেন। সভায় ডিপিডিটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অনলাইনে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

সভায় সিনিয়র সচিব তাজিমা জুলতানা বলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়িকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি ও নিবন্ধন দেওয়া হবে। টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি ছাড়াও মধুপুরের আনারস, নরসিংদীর লবেঞ্চ, সাভারের জামদানি, জেলার মহিষের কাঁচা দুধের দই ইত্যাদিসহ জিআই পণ্যের স্বীকৃতির জন্য যেসব আবেদন অনিষ্পন্ন আছে তা দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো গাফিলতি গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত দেশের ২১টি পণ্যকে জিআই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলা থেকে এক বা একাধিক পণ্য বা শল্প খুঁজে বের করে আবেদন করার জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করা হয়েছে। জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতির পর এগুলোকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ব্র্যান্ডিংয়ের উপোগ নেওয়া হবে।

সভায় টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মো. কায়ছারুল ইসলাম জানান, টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধনের আবেদন যথাযথভাবে ডকুমেন্টেশন করে দু-এক দিনের মধ্যে জমা দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন ফি দেওয়ার জন্য সে-অর্ডার করা হয়েছে।

নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে

পরও নিবর্ত করা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যারা উচ্চ শিক্ষা নেন তারা বেকার থাকলে বেশি। অন্যান্য পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা বেকার সংখ্যা কম। এখানেই কেয়ালিটি এডুকেশনের প্রশ্ন আসে। পাবলিক পরীক্ষার আলোকে চালু হয়েছিল সিইসি ও জেএসসি। এর ফলে কোমল শিক্ষার্থীদের ওপর পরীক্ষার এসব-এ ভালো করার জন্য বড় হয়েছিল মানসিক নির্যাতন। কেড়ে নেওয়া হয় তাদের মধুর শৈশব। সঙ্গে অভিভাবকদের পকেটও কম খালি হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়েও চলে আসে নোট-গাইড। প্রতিযোগিতা শুরু হয় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের তোতা পাখি মানানোর প্রতিযোগিতা।

চলছে হয়েছিল সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি। আর সৃজনশীল পদ্ধতিতে নোট-গাইড বই থেকে বেরিয়ে আসার কথা ছিল শিক্ষার্থীদের। কোচিং-প্রাইভেট লাগবে না বলা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যতার কারণে ওই ছাত্রছাত্রী দল এনটিআরসির রিপোর্ট অনুযায়ী ৫০ শতাংশ শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্নই করতে পারেন না। আর যারা পারেন তারাও কষ্ট স্বীকার করতে চান না। ছাত্রছ হলেন নোট-গাইড বইয়ের। তাই শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, স্কুল-কলেজের লাইব্রেরি, শিক্ষকদের বাসা-বাড়ও খখন করান নোট-গাইড বই।

যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, সংস্কার বা পরিমার্জনের প্রয়োজনে ২০২৩ সাল থেকে নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে শুরু হওয়া প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এ কারিকুলাম ২০২৯ সালে শেষ হবে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে এ কারিকুলাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ ১১তম গ্রেডে, সহকারী শিক্ষকগণ ১৩তম গ্রেডে ঢাকরি করেন। ১৩তম গ্রেডভুক্ত সহকারি অফিসার তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীরাও নিচে। সেই তাদের সমন্বয়কারী প্রশাসন। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় তিন জন শিক্ষক নিয়ে ক্লাস চলছে বছরের পর বছর। প্রায় ৫০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো কর্মচারী নিয়োগ সম্পন্ন করতে পারেনি। প্রধান শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও সহকারী শিক্ষকদের ১১তম গ্রেডে উন্নীত করা প্রয়োজন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

সরকারি বিধি মোতাবেক মোহের-উন-নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রাম ও ডাকঘর-এনায়েতপুর, উপজেলা-চৌহালী, জেলা-সিরাজগঞ্জ এর জন্য শূন্যপদে ১ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক আবশ্যক। অগ্রাধী প্রার্থীগণকে সোনালী ব্যাংক, এনায়েতপুর শাখা, হিসাব নং ৪২০৫০০২০০৯৩০১ এর অনুকূলে ২০০০/= টাকার ব্যাংক ড্রফট/পে-অর্ডার সহ (অফেরত যোগ্য) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ অফিস চলাকালীন সময়ে প্রধান শিক্ষক বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বি,ইউ,কে উচ্চ বিদ্যালয়, ডাকঘর: সগুনা, উপজেলা বেলকুচি, জেলা সিরাজগঞ্জ এর জন্য সরকারি বিধি মোতাবেক এমপিও নীতিমালা ২০২১ ইং এর সর্বশেষ ২১/০১/২০২৪ ইং জারিপেত্র পরিপত্র ও পরিমার্জন অনুযায়ী এমপিও ভুক্ত-শূন্য পদে একজন পরীক্ষোত্তর কর্মী ও একজন আয়া নিয়োগ করা হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা জেএসসি/জেডিসি/সমমান। উভয় পদের বেতন গ্রেড-২০, বেতন স্কেল-(৮২৫০/-, ২০০১০/-)। বয়স: ১৮-৩৫ বছর। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ২কপি ছবি ও ১০০০/-(অফেরত যোগ্য) ব্যাংক ড্রাফট সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, চৌবাড়ী শাখা, সিরাজগঞ্জ, হিসাব নং ৪২০৩০০২০৩৩১৭৪ এর অনুকূলে দাখিল পূর্বক প্রধান শিক্ষক বরাবর আবেদন করতে হবে।

প্রধান শিক্ষক

ডাঃ মোঃ মোখলেছুর রহমান (মুকুল)
এম.বি.বি.এস, বি.সি.এস (স্বাস্থ্য), পি.জি.টি (সার্জারী)
এফ.সি.পি.এস সার্জারী (পার্ট-২)
রেজিস্ট্রার (সার্জারী)
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট বঙ্গবাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ।

চেম্বার:
কমিউনিটি হাসপাতাল কমপ্লেক্স
(পুরাতন কমিউনিটি হাসপাতাল), মুজিব সড়ক, সিরাজগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৭৭৭-৪৯৫১৬১

রোগী দেখার সময়:
প্রতিদিন

আশরাফুল মডেল স্কুল
প্লে-১০ম শ্রেণি
আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার/ক্যাডেট ভর্তি ব্যাচ
প্রধান শা